দৈনিক জনতা

তারিখ 03 AUG 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

১৬

30

# বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন

শাহানা হুদা রঞ্জনা

বাংলাদেশ কি একটা আকাট মূর্খের দেশ হয়ে যাচ্ছে? এ প্রশ্নটা আমাদের মনে জেগে ওঠা স্বাভাবিক। কারণ দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ ক'টি মহাবিদ্যালয় এখন বন্ধ। যদি শীতকালীন অথবা গ্রীষ্মকালীন বন্ধ হতো তাহলে বলার কিছু থাকতো না। এ বন্ধটা হলো মারামারির বন্ধ। কিছু ছাত্র আর কিছু বহিরাগত সন্ত্রাসী একত্রিত হয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হচ্ছে সে উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়গুলো বন্ধ। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আজ অস্ত্রধারীদের হাতে জিম্মি। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এখন আর শীত-গ্রীষ্মের ছুটি পায় না তারা অঘোষিত, অসময়োচিত ছুটি ভোগ করে অস্ত্রধারীদের কৃপায়।

আমরা প্রত্যেকেই জানছি, বুঝতে পারছি অস্ত্রের উৎস কি, কারা নিজেদের স্বার্থে অস্ত্রধারীদের লালন-পালন করছে। কিন্তু কাউকে বলা যাচ্ছে না। নেতা-নেত্রীরা একে অন্যকে দোষ দিয়ে ক্ষান্ত হচ্ছেন। পুলিশ সব জেনেশুনে মুখে কুলুপ এঁটে আছে, কারণ উপরের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কিছু করা যাবে না। উপাচার্য থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিটি কর্মচারি, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা জানেন কারা অস্ত্র ব্যবহার করছে। অথচ বলা যাবে না, বললে পরদিন তাকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। একে মাফিয়া চক্রের চেয়ে কোনো অংশে কম বলা যায়?

সেদিন আমাদের পত্রিকা অফিসে নোয়াখালি থেকে একজন অভিভাবক চিঠি লিখেছেন যে, তার মেয়ের এম,এ পরীক্ষা চারবার পেছানোর পর আগস্টের ৫ তারিখে হওয়ার কথা ছিল। এজন্যে মাত্র সপ্তাহ দুই আগে তিনি মেয়েকে ঢাকায় রেখে গেছেন। নোয়াখালি ফিরতে না ফিরতেই আবার বন্ধ, আবার পরীক্ষা পেছানো। এর অর্থ তাঁর আরো দু-তিন হাজার টাকা গচ্চা। তিনি নিজেই লিখে জানিয়েছেন এসব। তিনি আরো জানতে চান, দেশের ছাত্রছাত্রীরা কি এখনো স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়ছে। দেশ কি এখনো গণতন্ত্র পায়নি, তাহলে কেনো এখনো ছাত্র নিহত হচ্ছে, ক্যাম্পাসে গুলি ঝরছে বৃষ্টির মতো, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হচ্ছে অনির্দিষ্টকালের জন্যে? আমরা কি পারবো তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে।

ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে এদেশবাসী কখনো ছিল না, থাকতে পারে না। কারণ অতীত থেকেই যে কোনো সংকটকালে ছাত্ররাই প্রাণ দিয়েছে, দিক-নির্দেশনা দিয়েছে, আন্দোলনে প্রাণশক্তি যুগিয়েছে। কিন্তু এখন ছাত্র রাজনীতির নামে আমরা কি দেখছি। ছাত্র নেতারা নিজেরাই স্বীকার করবেন যে, সবকিছু ক্রমেই তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। অস্ত্রধারীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করছে। দেশের রাজনীতিতে, এই তো ৬/৭ মাস আগেও দেখেছি ছাত্র রাজনীতির কি অসামান্য প্রভাব। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার দেশে ছাত্রদের সচেতন থাকতেই হবে। আমাদের একজন শিক্ষকের মুখে শুনেছি, (উনি হাওয়াইতে অধ্যয়নরত) তাঁদের কলেজে একজন আমেরিকান ছাত্র তাঁকে জিজ্ঞেস করলো ছুটিতে, উইকএন্ডে, ক্লাস শেষে আমরা আনন্দে-উৎসবে হইহুল্লোড় বন্যা ছড়াই আর তোমরা এশিয়ানরা একত্রিত হলেই শুধু দেশের রাজনীতি, অর্থনীতির মতো জটিল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করো কেনো? এ থেকেই বোঝা যায়, তৃতীয় বিশ্বের ছাত্রদের সচেতন থাকতে হয় জাতীয় রাজনীতি, অর্থনীতিকে নিয়ে। তাদের সবকিছু গড়ে ওঠে এসবকে ঘিরে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বছর ৬/৭ ধরে দেখছি ছাত্র রাজনীতির নতুন শক্তি অস্ত্র। শিক্ষা নয়, অস্ত্রের উল্লাসে শিক্ষাঙ্গনগুলো ক্রমেই মুখ থুবড়ে পড়ছে।

সাবেক সরকারের আমলে যখনই বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের হানাহানি দেখা যেতো, রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনের থেকে বলা হতো সরকারের লেলিয়ে দেয়া বাহিনী এই সন্ত্রাস চালাচ্ছে। স্লোগান ছিল, "বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র কেন খুনী এরশাদ জবাব চাই।" সে দিন বেশিদিন আগের নয়। এখন সাবেক সরকার প্রধান কারারুদ্ধ। তাঁর হাতে কোনো ক্ষমতা নেই শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র ও পুলিশ পাঠানোর। কিন্তু এখনো বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে অস্ত্র ও পুলিশ। এখন আমরা কাকে দায়ী করবো, কার বিরুদ্ধে স্লোগান দিবো? এখনতো নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেদের স্লোগান দেয়ার সময় এসেছে।

প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী কেউ-ই চান না ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস হোক। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও ছাত্রদের হাতে অস্ত্র দেখতে চান না। শিক্ষক-অভিভাবক কেউ-ই অস্ত্রের পক্ষে নন। কিন্তু এরপরও কেনো সন্ত্রাস? এর উত্তর আমাদের দিতেই হবে। সন্ত্রাস অনেকটা বুমেরাং-এর মতো। একবার একে প্রয়োগ করলে, এটি আবার প্রয়োগকারীর ওপরই ফিরে আসে। দেশের গণতান্ত্রিক ধারা আর যাদের জন্যেই পরিবর্তন বয়ে আনুক না কেনো, ছাত্রদের জন্যে কোনো পরিবর্তন আনেনি। ছাত্রছাত্রীরা রয়ে গেছে সেই বদ্ধ জলাশয়ে। যার চারদিকে কীট, আবর্জনা ও পঙ্কিল দুর্গন্ধময় পরিবেশ।

খোদ রাজধানীতে ছাত্ররা জিম্মি হয়ে রয়েছে অস্ত্রধারীদের হাতে। আর জেলা ও মফস্বল শহরের শিক্ষাঙ্গনের অবস্থাও একইরকম প্রায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র মাইল খানেক দূরে জাতীয় সংসদ ভবনে বিভিন্ন দলের সদস্যরা একমত হয়ে যখন অনেক সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করছেন, ঠিক ঐ একই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে -ভিন্ন মতাবলম্বী ছাত্রদের মধ্যে, ছাত্র নামধারী গুন্ডাদের মধ্যে চলছে হানাহানি।

একটি সন্ত্রাস সব সময় আরো সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। একটি ছাত্র সংগঠন যখন দেখছে অন্য আরেকটি ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাস করে, বলপ্রয়োগ করে ফায়দা হাসিল করতে পারে তখন তারাও সেই একই নীতি গ্রহণ করে। নিজেদের শক্তি বাড়াবার জন্যে অন্যায় পথে পা বাড়ায়। এভাবেই ক্যাম্পাস কলুষিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা কখনই সন্ত্রাসের পক্ষে নয় কিন্তু একথাও সত্যি একত্রিত হয়ে তারা সন্ত্রাসকে বর্জনও করেনি। ক্রমেই বেড়েছে সন্ত্রাসীদের সংখ্যা। হল দখলের যে চেষ্টা, তা চর দখলের নৃশংসতাকেও হার মানিয়েছে। একদল যখন দেখছে অন্য দলটি অস্ত্র দেখিয়ে দু'টি হল দখল করলো, তখন তারাও আর চুপ থাকবে কেনো, ওদের চেয়েও তাদের শক্তি বাড়াতে হবে যাতে তারা তিনটি হল দখল করতে পারে। এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, হলের কর্তৃত্ব আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে নেই, রয়েছে অস্ত্রধারীদের হাতে। বৃহৎ দু'টি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলোই এখন ক্যাম্পাস বিদ্রোহের জন্যে দায়ী। কাজেই ঐ দুটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের প্রতি আমাদের জিজ্ঞাসা, আপনারা কি ইচ্ছে করেই সংঘর্ষ টিকিয়ে রাখছেন নাকি পরিস্থিতি আপনাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে? এ প্রশ্নটি আপনারা নিজেদের বিবেকের কাছে করুন। ছাত্র রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে তারা জাতীয় রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন কিভাবে? সবচেয়ে বড় কথা, এবার সরকারি দল জাতীয়তাবাদী দলের ছাত্র সংগঠনও এর সাথে জড়িত। তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, তারা সরকারের পক্ষের শক্তি। তারা যদি কোনো রকম ভুল করে জনগণ সরকারকেই দায়ী করবে। সে দায়দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। কাজেই বিষয়টি নিয়ে তাদের ভাবতে হবে।

ছাত্রছাত্রীদের ৭/৮টি বছর দেশের রাজনীতিবিদদের খেলার সামগ্রী নয়। জাতীয় স্বার্থে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা মাঝে মাঝে কিছুটা সময় দিতে পারে। তাই বলে পুরো শিক্ষাজীবন সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি করবে কেনো? সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোই পারে দেশের অগণিত তরুণ-তরুণীর উজ্জ্বল সময় ফিরিয়ে দিতে।